কেন এই উচ্ছেদ? কেনই বা যুদ্ধ ঘোষনা?

সাথী,

কলকাতার বিভিন্ন স্থানে খাল ও রাস্তা সংস্কার এবং পরিবেশের ''উন্নতি''র নামে বস্তি উচ্ছেদের এক মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে। টিপি, মনিখাল, চড়িয়াল প্রভৃতি খাল পাড়ের বস্তি, সল্টলেকের নারকেল বাগান বা মাঠপুকুরের হাটগাছিয়া, কাছাড়িপাড়া বস্তি, চৌবাগা রাস্তা সংলগ্ন হোসেনপুর পূর্বপাড়ার বস্তিবাসীরা তাদের দীর্ঘ ত্রিশ চল্লিশ বছরের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের সম্মুখীন। আর এই উচ্ছেদকে মানবিক রূপ দিতে তাদের কিছু অংশকে পুনর্বাসনের নামে শহরের বাইরে প্রান্তিক স্থানে কিছুএক কামরার ফ্ল্যাটে (যা অনায়াসে হিটলারের গ্যাস চেম্বারের সাথে তুলনীয়) নির্বাসিত করা হয়েছে/হচ্ছে, যেখানে পানীয় জল, স্কুল, হাসপাতাল, পুরসভার পরিষেবা প্রভৃতি নাগরিক সুবিধাগুলো খুবই অপ্রতুল। আর বাকীদের বেআইনী দখলদারের তকমা লাগিয়ে তাদের অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

আসলে ''উন্নয়ন''এর দোহাই দিয়ে শহরকে করে তোলা হচ্ছে পুঁজির বিনিয়োগের জায়গা। নির্মান আর পরিষেবায় বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে শহরকে গড়ে তোলা হচ্ছে কিছুসংখ্যক পয়সাওয়ালা মানুষের জন্য। তাদেরকে জায়গা করে দিতেই সরকার তথা প্রশাসন গরীবদের এই শহর থেকে হটিয়ে দেবার কর্মসূচী নিয়েছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (ADB) থেকে ঋণ নিয়ে কলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রোজেক্ট (KEIP) ও জহরলাল নেহেরু ন্যাশানাল আরবান রুরাল মিশন (JnNURM) এর নামে শুরু হওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শহর থেকে বস্তি উচ্ছেদ ও তার মাধ্যমে শহরের গরীব শ্রমজীবী মানুষদের মুল কলকাতা শহর থেকে সরিয়ে দেওয়া। ১৯৯০ এর দশক থেকে কলকাতায় যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে বড় বড় ফ্লাইওভার, রাস্তাকে চওড়া করা, বিভিন্ন স্থানে মাল্টিপ্লেক্স শপিংমল, বিলাসবহুল আবাসন, ক্লাব, আইনক্স, স্বভূমি, নলবন, ওয়াটার পার্ক, নিক্কোপার্ক সহ বিভিন্ন

বিনোদন কেন্দ্র সেখানে শহরের নিম্নবিত্ত শ্রেণী যেমন হকার, রিক্সাচালক, ছোটোবাজারি, ছোটদোকানি, বস্তিবাসী, পার্কবাসী, ঠেলাওয়ালা, মুটে, বাবুদের ফ্ল্যাটে কাজ করা পরিচারিকা, ধোপা, মুচি, সবজিওয়ালা, ছোটবাড়ির ভারাটে, নানান কাজের মিস্ত্রী, জোগাড়ে এদের কোন জায়গা নেই। এদের জায়গা মূল শহর থেকে চার-ছয় কিমি দূরে (নোনাডাঙা, কসবা, কল্যাগাছিয়া, শম্পামির্জানগর) শহরের একেবারে প্রান্তিক অবস্থানে। সেখানে রাষ্ট্রের আইনী শৃঙ্খলে তাদের বেঁধে রাখা হচ্ছে মুর্শিদাবাদের লালগোলার মুক্ত জেলের মতো। অথচ এরা দীর্ঘদিন ধরে এই কলকাতা শহরের বাসিন্দা এদের শ্রম কাজে লাগায় শহরের বিত্তবান শ্রেণী, এদের ভোট নেয় শহরের রাজনৈতিক দলেরা। অথচ সরকারের নয়া উন্নয়ন কাঠামোয় আজ তারা ব্রাত্য। শুধু বাসস্থান থেকে নয়, জীবিকা থেকে, জীবনযাপন থেকে, সংস্কৃতি থেকে আজ তারা উচ্ছেদ হয়ে চলেছে। আসুন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের এই হিংস্র নখ-দাঁত যুক্ত উন্নয়নের বিরোধিতা করি, শহরের সমস্ত ধরনের বসতি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সহ নাগরিকদের বাসস্থানের অধিকার আন্দোলনের পাশে দাঁড়াই।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ -
বৃহত্তর কলকাতা খালপাড়
বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি

০৬.০২.২০১০

বৃহত্তর কলকাতা খালপাড় বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে সুনীল মন্ডল জোড়ব্রীজ, সন্তোষপুর,কলিকাতা-৭৫ দ্বারা প্রকাশিত ও প্রচারিত।
যোগাযোগ - ৯৭৩৫৩৭৯৮৯২